MAR. 23 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ...৭......

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা ঃ শনিবার ২৩ মার্চ ২০০২ ইংরেজী

শিক্ষার বিনিময়ে অর্থপ্রদান কর্মসূচী জুলাই থেকে শুরু পাবে ৫৫ লাখ পরিবার

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় এবার দেয়া হবে নগদ টাকা। দেশজুড়ে ২১ লাখের পরিবর্তে ৫৫ লক্ষাধিক পরিবার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় এই নগদ টাকা পেতে যাচ্ছে। চাল ও গম বিতরণে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধে এই উদ্যোগ আগামী জুলাই থেকে কার্যকর করা হবে। এ বাবদ বছরে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় সাত শ' কোটি টাকা। চাল বা গম বিতরণের পরিবর্তে ছাত্রপিছু এক শ' বা সোয়াশ টাকা দেয়া হবে। সরকারের এই নীতিগত সিদ্ধান্তের পর নগদ টাকা প্রদানের কৌশল চূড়ান্ত করার কাজ চলছে।

বছরে ব্যয় ৭শ' কোটি টাকা

জানা যায়, '৯৩ সালে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও উপস্থিতির হার বাড়ানো এবং ড্রপআউট রোধ করা। প্রকল্পটি চালু হবার পর কিছুটা সুফল পাওয়া গেলেও ডিলারদের মাধ্যমে চাল বা গম প্রদানে দুর্নীতির অভিযোগ চলে আসছে বেশ জোরেশোরে। শুরু থেকে প্রকল্পের আওতায় দেশের ১২৫৪টি ইউনিয়নের প্রায় ২১ লাখ দরিদ্র ও নিঃস্ব পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় প্রতিমাসে চাল বা গম দেয়া হচ্ছে। দেশের শতকরা ৪০ ভাগ প্রাইমারি স্কুলের দরিদ্র ছেলেমেয়েকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গম ও চাল বিতরণে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধে নগদ টাকা প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২১ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৫৫ লাখ করা হচ্ছে। যে পরিবারের একটি সন্তান পড়াশোনা করে সেই পরিবারের সন্তানকে দেয়া হবে মাসে এক শ' টাকা বৃত্তি। এ ছাড়া যে পরিবারের সন্তান দু'টি সেই পরিবারের দুই সন্তান পাবে সোয়া শ' টাকা। এ ধরনের বৃত্তি প্রদানে বছরে ব্যয় হবে সর্বসাকুল্যে প্রায় সাত শ' কোটি টাকা। জানা যায়, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর '৯৩ সালে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করে। তখন স্কুলের শিক্ষকদের দিয়ে চাল বা গম বিতরণ করা হতো। শিক্ষকরা খাদ্যশস্য বিতরণ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ ছাড়া স্পর্শকাতর অভিযোগটি ছিল এই বিতরণে শিক্ষকদের দুর্নীতি। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে '৯৯ সালে শিক্ষকদের বদলে ডিলারদের মাধ্যমে এই চাল বা গম বিতরণের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এতে দুর্নীতির অভিযোগ আরও প্রকট হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রকল্পটির কাজ থমকে দাঁড়ায়। পাঁচ মাস ধরে বন্ধ থাকে গম বিতরণ। অবশেষে জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন আর চাল বা গম নয়, এবার দেয়া হবে নগদ টাকা। এই ঘোষণা অনুযায়ী নগদ টাকা প্রদানের প্রস্তুতি চলছে বলে প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে। আগামী জুলাই থেকে তা শুরু হতে পারে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন।